দর্শনায় ৪ টি স্বর্নের বারসহ ২ চাচাতো ভাই আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা কাঁচাবাজার থেকে ৪টি অবৈধ স্বর্ণের বার ও তাদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেলসহ ২ জন চোরাকারবারীকে আটক করেছে চুয়াডাঙ্গা ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ (ডিবি পুলিশ)।

আজ বুধবার (৩১ জুলাই) দুপুর ২টার দিকে একদল ডিবি সদস্য অভিযান চালিয়ে চোরাকারবারীদের কোমরে নীল রঙের কাপড় দিয়ে পেঁচানো স্বর্ণের বার গুলো জনসমক্ষে উদ্ধার করে।

আটক চোরাকারবারীরা হলো দর্শনা পৌরসভার শ্যামপুর গ্রামের ইউসুফ আলী ওরফে তেলা ইউসুফের ছেলে ইসরাফিল (৪০) ও একই গ্রামের রয়েল মন্ডলের ছেলে রেজাউল (৫০)। তারা পরস্পর আপন চাচাতো ভাই।

চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এ্যান্ড অপস) নাজিম উদ্দিন আল-আজাদ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সাংবাদিকদের জানান, গোপনে খবর পেয়ে এসআই সোহেল রানার নের্তৃত্বে একদল ডিবি সদস্য লোকনাথপুর হতে সন্দেহভাজন দু’চোরাকারবারীকে ধাওয়া করে। তারা কালো রঙের হিরো হোন্ডা সিবিজেড (ঢাকা মেট্রো ল ১৩-৩৬৬৫) মোটরসাইকেল চালিয়ে দর্শনা কাঁচাবাজারে আসলে সেখান থেকে তাদের আটক করা হয়। এরপর তাদের কোমরে নীল রঙের কাপড় দিয়ে পেঁচানো স্বর্ণের বার গুলো জনসমক্ষে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা স্বর্ণের বারের ওজন ৪ কেজি ২৫ গ্রাম। যার আনুমানিক মূল্য ৩ কোটি ৮০ লাখ টাকা।

এ ব্যাপারে দর্শনা থানায় আটক দু’চোরাকারবারীর বিরুদ্ধে মামলা এবং উদ্ধারকরে জব্দ করা অবৈধ স্বর্ণের বারগুলো পরীক্ষা শেষে চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী কার্যালয়ে জমা দেয়া হবে বলে তিনি জানান।

কোটচাঁদপুরে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে ১১ দিনেও মামলা নথিভুক্ত হয়নি

পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে কোটচাঁদপুর থানায় এজাহার করার ১১ দিন পার হয়ে গেলে ও মামলা নথিভুক্ত হয়নি আজও। এদিকে মাটি কেটে বিক্রি করা অব্যহত রেখেছেন মাটি ব্যবসায়ীরা। বিষয়টি নিয়ে জনমনে এখন প্রশ্ন কে বড় মাটি ব্যবসায়ী না প্রশাসন।

কোটচাঁদপুরের দোড়া ইউনিয়ন (ভুমি) সহকারী কর্মকর্তা জাকির হোসেন বলেন, উপজেলার ভোমরা ডাঙ্গা – চুয়াডাঙ্গা বাজারের পাশের হারুন অর রশিদের পুকুর ও সোয়াদি গ্রামের আনিসুর রহমানের পুকুর থেকে মাটি ব্যবসায়ীরা মাটি কেটে বিক্রি করে আসছিল।

বিষয়টি নিয়ে তাদের বেশ কয়েক বার সর্তক করার পরও তারা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে মাটি কেটে বিক্রি করা অব্যহত রেখেছিল। এ কারনে গেল ২১ জুলাই পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে কোটচাঁদপুর থানায় পৃথক দুইটি এজাহার করা হয়েছে। এজাহারে আসামি করা হয়েছে তেঘরি গ্রামের পুকুর মালিক হারুন অর রশিদ, মাটি কাটার সহযোগী আব্দুর রহিম, শাহিন হোসেন, সাইফুল ইসলাম, কায়দার আলী, আব্দার আলী, সোয়াদি গ্রামের পুকুর মালিক আনিসুন রহমান, সহযোগী পারভেজ হোসেন ও মনা বিশ্বাস।

তিনি বলেন,থানায় এজাহার করার ১০ দিন পার হয়ে গেলেও আজও নথিভুক্ত হয়নি এজাহার দুইটি। তবে এজাহারটি কেন নথিভুক্ত হয়নি সেটা আমার জানা নাই।

তিনি আরো বলেন, আমি থানায় এজাহার দিয়ে তাঁর রিসিভ কপি নিয়ে এসেছি। এজাহার করার পরও মাটি কেটে বিক্রি করছেন এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, আমার মনে হয় থানার সঙ্গে তাদের কোন চুক্তি আছে। তা না হলে তারা মাটি কাটার সাহস কোথা থেকে পান প্রশ্ন ওই কর্তার মনেও।

এদিকে বিষয়টি নিয়ে এলাকার মানুষের মধ্যেও একই প্রশ্ন দেখা দিয়েছেন। তারা জানতে চান কে বড় মাটি ব্যবসায়ী না প্রশাসন।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল-

মামুন বলেন,মাসের শেষের দিকে মামলা নথিভুক্ত করলে একটু চাপ পড়ে যায় আমাদের। কারন নতুন যতগুলো মামলা নথিভুক্ত করা হবে, ততোগুলো মামলা শেষ করতে হয়। এ কারনে মামলা নথিভুক্ত করা হয়নি। আগামী মাসের ১ তারিখে এ মামলাটি নথিভূক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে বলেন,মাটি কাটার বিষয়টি নিয়ে থানায় সংশ্লিষ্ট নায়েব এজাহার করেছেন। আপনারা ওসি সাহেবের সঙ্গে কথা বলেন।

দর্শনা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ইয়াবা ও গাঁজাসহ গ্রেফতার ৩

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১ পিচ ইয়াবা ট্যালেট ও ৫শ গ্রাম গাঁজাসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে।

জানাযায় আজ মঙ্গলবার বিকাল ৪ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে, অভিযান চালায় দর্শনার আকন্দ বাড়িয়া ফার্ম পাড়ায়।

এ সময় দর্শনা থানার এসআই(নিঃ) তাকবীন জাহান পলি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালায় আকন্দবাড়িয়া রশিদার বাড়িতে।

এ সময় পুলিশ রশিদার বসত বাড়ির উঠান থেকে ১শ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ রবিউলের স্ত্রী রশিদা খাতুন (৬৪) ও জীবননগর উপজেলার রায়পুর গ্রামের ইছা হকের ছেলে আনিছুর রহমানকে (৪০) গ্রেফতার করে। তাদের কাছ কেনা বেচার নগদ ১ হাজার ৫৯০ টাকা উদ্ধার করে। অপরদিকে গত সোমবার ভোরে দর্শনা থানার কুড়লগাছি দৃর্গাপুর গ্রামে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৫শ গ্রাম গাঁজাসহ আবুল কালামকে (৩০) গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত আবুল কালাম দর্শনা থানার কুড়ালগাছি ইউনিয়নের দৃর্গাপুর গ্রামের মৃত ছুন্নত শেখের ছেলে। আজ মঙ্গলবার তাদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করেছে।

ঝিনাইদহে স্বর্ণ ছিনতাইয়ের চেষ্টা, মালিক আটক

ঝিনাইদহে পাচারের সময় অবৈধ স্বর্ণ ছিনতাইয়ের চেষ্টা চলছিল, সেসময় ছিনতাইকারীদের পিটুনিতে আহত অবৈধ স্বর্ণর বহনকারী। পরে সেই স্বর্ণ জব্দ করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয় স্বর্ণের মালিককে। মঙ্গলবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, শহরের র্স্বনকার পট্টির গিনি হাউজের কর্মচারী মিঠুন একটি কুরিয়ার সার্ভিস থেকে একটি কার্টুন নিয়ে দোকানে ফিরছিলো। পথে কেসি কলেজ গলিতে পৌঁছালে ৬ জন ছিনতাইকারী ওই কার্টুন ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে। কর্মচারী মিঠুনকে পিটিয়ে ছিনতাইয়ের চেষ্টার সময় ঝিনাইদহ সদর থানার এক এস আই সেখানে পৌঁছিয়ে মিঠুনকে উদ্ধার করে। পুলিশ দেখে মোটর সাইকেল যোগে পালিয়ে যায় ছিনতাইকারীরা। পরে পুলিশ এসে ওই কার্টুন খুলে উদ্ধার করে ১৮১ ভরি স্বর্ণালংকার। সঠিক কাগজপত্র দেখাতে না পারায় ওই স্বর্ণালংকার জব্দ ও গিনি হাউজের মালিক অনিমেষ মজুমদারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ।

ঝিনাইদহ সদর থানার এস আই জিয়া বলেন, আমি এসে দেখি মিঠুনকে মারধর করে কার্টুনটি ছিনতাইয়ের চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি এসে তাদের আটক করার চেষ্টা করি। স্থানীয়রা কেউ এগিয়ে না আসায় ছিনতাইকারীরা পালিয়ে যায়। পরে আমি আমার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের বিষয়টি অবহিত করি।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মীর আবিদুর রহমান বলেন, দুটি ঘটনা ঘটেছে। একটি ছিনতাইয়ের আর অন্যটি সোনা পাচার। আমরা ছিনতাইকারীদের আটকের চেষ্টা করছি। আর যেহেতু কুরিয়ার

সার্ভিসে করে সোনা আনা হচ্ছিলো তাই আমরা র্স্বণালংকার জব্দ করেছি। এর মালিক অনিমেষ মজুমদারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।

গাংনীতে আইনশৃংখলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ বিষয়ক সভা

মেহেরপুর গাংনীতে আইন শৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০ টার সময় গাংনী উপজেলা প্রশাসন এ সভার আয়োজন করেন।

গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা।

উপজেলা সভাকক্ষে আইন শৃঙ্খলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ বিষয়ক সভায় উপস্থিত ছিলেন গাংনী ২ আসনের সাবেক সাংসদ বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন,উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নাসিমা খাতুন, ভাইস চেয়ারম্যান ফারুক হাসান,বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, পুলিশ র্যার ও বিজিবি সদস্যরা।

বর্তমান পরিস্থিতিতে গাংনীতে নিয়োজিত আইনশৃংখলা বাহিনীর সকলকে সচেতন থেকে পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৎপর থাকার নির্দেশনা দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহা।

দর্শনায় ৬০ লিটার চোলাই মদসহ ৩ জন গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৬০ লিটার চোলাই মদসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে।

জানাযায় গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে দর্শনা রেল বাজার থেকে তাদের ৩ জনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা হলো দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের আঃ মান্নানের ছেলে রিপন (৩৭) দর্শনা শান্তিপাড়ার টুকু মিয়ার ছেলে জসিম মিয়া (৪৪) ও ঈশ্বর চন্দ্রপুর গ্রামের মহি উদ্দিনের ছেলে রাজিব উদ্দিনকে (২৮) গ্রেফতার করেছে।

দর্শনা পুলিশ জানায়,দর্শনা রেল বাজারস্থ মনোরঞ্জন মার্কেটের দক্ষিন পাশে মেসার্স লিখন এন্টারপ্রাইজ এর সামনে ইটের সলিং রাস্তার উপর থেকে প্লাস্টিকের ৬ কন্টনেটার ভর্তি বাংলা মদ কেনাবেচা করছে। এ সময় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা থানার এসআই(নিঃ) তারেক হাসান সঙ্গীয় অফিসার-ফোর্সসহ ৬০ লিটার চোলাই মদসহ তাদেরকে গ্রেফতার করে।

আলমডাঙ্গায় ২০০ গ্রাম গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী নাজমুল গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গার জুগিরহুদায় মাদক অভিযান চালিয়ে ২০০ গ্রাম গাঁজাসহ এক মাদক ব্যবসায়ী নাজমুল আলী (৩৪)কে আটক করেছে পুলিশ।

আজ রবিবার দুপুরে বড়-গাংনী তদন্ত কেন্দ্রের উপ-পরিদর্শক বাবর আলীর নির্দেশে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

মাদক ব্যবসায়ী নাজমুল আলী খাদেমপুর ইউনিয়নের জুগিরহুদায় গ্রামের শুকচানের ছেলে।

পুলিশ জানায়, উপজেলা খাদেমপুর ইউনিয়নের জুগিরহুদা গ্রামের মিলু ও তার স্ত্রী দীর্ঘদিন মাদকদ্রব্য গাঁজার ব্যবসা করে আসছে। তাদের খুচরা বিক্রেতা হিসেবে সহযোগীতা করছে একই এলাকার গাঁজা ব্যবসায়ী নাজমুল আলী।

আজ রবিবার দুপুরে নাজমুল তার ব্যবসায়ী মিলুর স্ত্রীর নিকট থেকে ২০০ গ্রাম গাঁজা বিক্রির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। এসময় বড়-গাংনী তদন্ত কেন্দ্রের উপ-পরিদর্শক বাবর আলী সঙ্গীয় ফোর্স ওই এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান চালায়।

জুগিরহুদা গ্রামের পাঁকা রাস্তার উপর থেকে নাজমুলকে কাপড়ের শপিং ব্যাগসহ আটক করে। পরে পুলিশ ওই ব্যাগ তল্লাশি করে ২০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে।

এদিকে জুগিরহুদা গ্রামবাসীরা জানান, মিলু ও তার স্ত্রী দীর্ঘদিন প্রকাশ্যে মাদক ব্যবসা করলেও পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে। এতে সমাজের উঠতি বয়সের যুবকেরা মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবিষয়ে তাদের কোন ভুমিকা পাওয়া যায় না। এদের দ্রুত আটক করে আইনের আওতায় আনার জোর দাবি জানান।

এঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার ওসি শেখ গণি মিয়া জানান, নাজমুল আলী সে গাঁজা সেবনের পাশাপাশি গোপনে ব্যবসা করেন। বড়-গাংনী তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জের নেতৃত্বে মাদক ব্যবসায়ী নাজমুলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ তাকে সংশ্লিষ্ট মামলায় আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হবে।

গাংনীর চাঞ্চল্যকর সুন্দরী বেগম হত্যা মামলার আসামি হাত

পা বাঁধা অচেতন অবস্থায় উদ্ধার

গাংনী উপজেলার বামন্দীতে চাঞ্চল্যকর সুন্দরী খাতুন হত্যা মামলার এজাহার নামীয় আসামি জামিরুল(৪৫)কে হাত পা ও মুখ বাঁধা অচেতন অবস্থায় একটি বাগান থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

জামিরুল ইসলাম বামন্দীর চাঞ্চল্যকর সুন্দরী বেগম হত্যা মামলার এজাহার নামীয় দুই নম্বর আসামি ও কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার শিতলাইপাড়া গ্রামের আবু আফনের ছেলে।
তবে, জামিরুল ইসলামের দাবি মামলার বাদি রেজাউল হক তার ছেলে সিরাজ ও সিরাজের ছেলে ইলিয়াস হোসেনের দাবিকৃত তিন লাখ টাকা দিতে না পারায় তারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে।

জামিরুল ইসলাম বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে সেখানেই কথা হয় এই প্রতিবেদকের। তবে রাত হওয়ায় অভিযুক্তদের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

জামিরুল জানান, ২০২০ সালের ২৮ মে গাংনীর বামন্দীতে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে আমার চাচী সুন্দরী বেগমের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। আমার চাচাকেও আহতাবস্থায় উদ্ধার করে। ওই ঘটনায় আমার চাচীর মোবাইল ফোনের কল রেকর্ড ধরে পরের দিন ২৮ মে আমাকে আটক করেন ডিবি পুলিশ। হত্যাকান্ডের ঘটনায় বাড়ির মালিক রেজাউল হক বাদি হয়ে হত্যা মামলা দায়ের করেন। আমাকে ওই মামলায় দুই নম্বর আসামি করা হয়। এই মামলা থেকে বাঁচানোর জন্য তিন লাখ টাকা দাবি করে আসছেন বাদি রেজাউল হক। গত বুধবার (২৪ জুলাই) আমি মেহেরপুর কোর্টে হাজিরা দিয়ে বামন্দীতে আসি। বামন্দীতে একটি স্থানে আমার সাথে বাদি রেজাউল হক তার ছেলে সিরাজুল ইসলাম ও সিরাজুল ইসলামের ছেলে ইলিয়াস হোসেনের সাথে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায় আমাকে চা খেতে দেন তারা। চা পান করার ১৫/২০ মিনিটের মধ্যে আমি চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করি। আমার জ্ঞান থাকা অবস্থায় তারা কারেন্টের তার গলায় পেঁচিয়ে হত্যার চেষ্টা করেন। আমি মারা গেছি ভেবে একটি বাগানের মধ্যে হাত পা ও মুখ বেঁধে ফেলে রেখে যায়। তারপর আর কিছু বলতে পারবো না।

ফ্লাশব্যাক ২০২০ সাল :
২৮ মে সকালের দিকে গাংনীর বামন্দীতে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে

সুন্দরী বেগম নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। একই ঘরের চৌকির ওপর থেকে সুন্দরী বেগমের স্বামী রুস্তম আলীকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তাদের উদ্ধারের পর ক্লুলেস এই হত্যাকান্ডটি নিয়ে মাঠে নামেন তৎকালীন জেলা পুলিশ। ঘটনার ২৪ ঘন্টা পার হতে না হতেই হত্যাকান্ডের রহস্য উদঘাটন করে পুলিশ। মোবাইল ফোনের কল রেকর্ডের সূত্র ধরে দৌলতপুর উপজেলার শিতলাইপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে আটক করে নিহত সুন্দরী বেগমের ভাসুর আবু আফ্ফানের ছেলে জামিরুল ইসলামকে।

পরে তৎকালীন মেহেরপুর পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী নিজ কনফারেন্স রুমে সাংবাদিকদের সাথে ব্রিফ করেন এই হত্যাকান্ড নিয়ে। হত্যাকান্ডের রহস্য উদঘাটন করে তিনি বলেন, জমি বিক্রির টাকা লুট করতেই খুন করা হয় সুন্দরী বেগমকে। সুন্দরী বেগম একটি জমি বিক্রি করতে ক্রেতার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা বায়না নিয়েছিলেন। সেই টাকা ছিনতাই করতে একজন সহযোগীকে নিয়ে সুন্দরীকে হত্যা করেন ভাসুরের ছেলে জামিরুল ইসলাম। মামলাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলা হিসেবে আমলে নিয়ে রহস্য উদঘাটন করার জন্য জেলা গোয়েন্দা শাখাকে দায়িত্ব দেয়া হয়। জেলা গোয়েন্দা শাখার তৎকালিন ভারপ্রাপ্ত ওসি জুলফিকার আলীর তদন্তে জামিরুল ইসলামকে আটক করেন। আটকের পর তাকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হত্যাকান্ডের কথা শিকার করেন। পরে জামিরুলকে আদালতে নিলে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী দেন। এসময় তিনি সুন্দরী বেগম হত্যা ও জমি বিক্রির টাকা হাতিয়ে নেয়ার কথা স্বীকার করেন। সুন্দরী বেগমকে গলায় শাড়ি জড়িয়ে হত্যা করা হয়। এসময় স্বামী রুস্তম আলী বাঁধা দিলে কুড়াল দিয়ে তার ওপরও হামলা চালায় আসামিরা। দুজনই মারা গেছে ভেবে আসামিরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়।
এঘটনায় মটমুড়া গ্রামের রেজাউল হক বাদি হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলার নং ১১০/২০ তাং ২৯/০৫/২০২০ ইং। এই মামলায় জামিরুল ইসলাম এজাহার নামীয় দুই নম্বর আসামি।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম বলেন স্থানীয়দের দেওয়া খব পেয়ে বামন্দীর একটি আমবাগান থেকে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। সঠিকভাবে জ্ঞান ফিরলেই প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. মাসুদুর রহমান জানান, চেতনানাশক ঔষধ দিয়ে তাকে অজ্ঞান করা হয়েছে। ২৪ ঘণ্টা অবজারভেশনে রাখা হয়েছে।

গাংনীতে ফেনসিডিলসহ মাদক কারবারী আটক

৩০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ জনিরুল ইসলাম ওরফে জনি (৩৫) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ। এসময় একটি রেজিষ্ট্রেশনবিহীন পালসার মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।

জনিরুল ইসলাম গাংনী উপজেলার মহম্মদপুর গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে।

গতকাল শুক্রবার সকাল ৮ টার দিকে দেবিপুর-তেরাইল রাস্তার মাঝখানে অভিযান চালিয়ে তাকে ফেনসিডিল সহ আটক করা হয়।

বামন্দী পুলিশ ফাঁড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ এসআই শরিফুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্সসহ এই অভিযান চালান।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মাদক উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দিয়ে আটক জনিকে গতকাল শুক্রবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় ২০ পিচ ইয়াবাসহ গ্রেফতার ২

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের মদক বিরোধী অভিযানে ২০ পিচ অবৈধ মাদকদ্রব্য ইয়াবাসহ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার ভগিরতপুর ঝবঝবি ব্রীজ এলাকা থাকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলো উপজেলার হোগলডাঙ্গা গ্রামের মোঃ সিরাজ আলী মন্ডল এর ছেলে মোঃ লিপু আলী (২৪) এবং মৃত আঃ কুদ্দুস এর ছেলে মোঃ সাইদুল (২৫)।

পুলিশ সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার মাদক বিরোধী অভিযানে গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯ টার দিকে থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই মোঃ আসাদুর রহমান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান ডিউটি পরিচালনাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদা থানাধীন ভগিরতপুর গ্রামস্থ ভগিরতপুর ঝবঝবি ব্রীজ সংলগ্ন জনৈক মোঃ মুক্তার আলীর মুদি দোকানের সামনে পাঁকা রাস্তার উপর থেকে আসামী লিপু আলী ও সাইদুল কে ২০ পিচ অবৈধ মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট (মূল্য অনুমান ৬,০০০ টাকা) সহ হাতেনাতে আটক করে। আটককৃত আসামীদ্বয় বর্তমানে দামুড়হুদা মডেল থানা হেফাজতে আছে। তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা রজু করা হয়েছে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর বলেন, ইয়াবা সহ দুই জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা রজু করা হয়েছে। আসামীদের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।